আর মঠবাড়ী খৃষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতির প্রথম চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন শ্রদ্ধেয় মি. আগস্টিন ছেড়াও ম্যানেজার মি. অলফ্রেড রোজারিও, কোষাধ্যক্ষ মি. পিযুষ রোজারিও। তারপর প্রথম চেয়ারম্যান তাহার গুরু দায়িত্ব যেন ভালভাবে পালন করিতে পারেন, তার জন্য ঈশ্বরের সহায়তা কামনা করেন ও উপস্থিত সদস্য/সদস্যা এবং নবগঠিত কর্মকর্তাদের সাহায্য কামনা করেন। অবশেষে ফাদার ইয়াং ও উদ্যোগী ফাদার বার্গম্যান কে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান এবং নাগরী হইতে আগত মিঃ ভিনমেন্ট রড্রিকস কে ধন্যবাদ জানান। শেষে মিঃ ভিনমেন্ট রড্রিক্সের প্রার্থনায় মঠবাড়ী খ্রীষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতির আত্মপ্রকাশের প্রথম সভা সমাপ্ত করা হয়। সভা শেষে জমাকৃত টাকা শ্রদ্ধেয় ফাদার বার্গম্যানের কাছে জমা রাখা হয়।

রাতের পর দিন মানুষ যেমন তার নতুন ভাবনা নিয়া উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে সাফল্য অর্জন করেন, তেমনি মঠবাড়ী সমবায় তার উন্নয়নের জন্য কর্মকর্তাদের চেষ্টায় ১ বছরের বার্ষিক সাধারণ সভায় মোট ৩২৫জন সদস্য/সদস্যা, সদস্য/সদস্যাদের জমার পরিমান সাফল্য জনক, আর ঋণ বিতরণ সন্তোষজনক। আর গ্রামে গ্রামে সদস্যরা গড়ে তোলেন তাদের নতুন টিনের ঘর। অভাব কে বিদায় দেয় বনবাসে ও আর্থিক সচ্ছলতাকে স্থান দেন মনের মাঝে। গড়ে উঠে একতা, বেড়ে যায় সমাজ নেতা, দিকে দিকে উন্নয়নের অগ্রযাত্রার মঠবাড়ী সমবায়।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে সমিতির প্রথম চেয়ারম্যান মিঃ আগষ্টিন ছেড়াও স্বাস্থ্যগত কারণে অবসর গ্রহণ করেন। আর উত্তরাধিকারী হয়ে আসেন দ্বিতীয় চেয়ারম্যান মিঃ টমাস রোজারিও। পরবর্তী সময়ে মঠবাড়ী খৃষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতির টাকা দিয়ে ঋণের ব্যবসা, ঋণদানের কার্যালয়ের জন্য জমি ক্রয়, ৩৫ হাত ঘর নির্মাণ (মাটির টিন) যাহা ঋণদানের ঘর নামে খ্যাতি অর্জন করেছিল। আর সেই ঘর মিঃ রবীন পেরেরা ক্রয় করে নিজ বাড়ীতে স্থাপন করছে। জমি থাকে কার্যালয় বিহীন অবস্থায়। আর ঋণের ব্যবসার নৌকা শীতলক্ষ্যায় ডুবে ব্যবসার হয় অবসান। ব্যবসার বকেয়া টাকা পরিশোধ করাও হয় নাই সম্ভব। তবে ছেড়াও মাষ্টারের কাছে আট আনা বাকী ছিল। তাহা রবিবারের প্রথম মিসার পর জিজ্ঞাসা করে পরিশোধ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সমিতির উন্নতির পরিবর্তে অবনতি স্থান পায়। আর দীর্ঘ ১০ বছর সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা স্থগিত রাখা হয়। যার প্রেক্ষিতে সাধারণ সদস্য/সদস্যাগণ সমিতির কর্মকর্তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি নড়বরে হয়ে পরে, আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলে তাহাদের বিশ্বাস। শেয়ার জমা ও ঋণ গ্রহীতারা ঋণের কিস্তি ফেরত দিতে অনিহা প্রকাশ করেন। যার জন্য প্রয়াত আর্চ বিশপ মাইকেল রোজারিও একে অপমৃত্যু বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

মঠবাড়ী খ্রীষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতিকে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার জন্য ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মঠবাড়ী ধর্ম পল্লীর কিছু যুবক ও বয়স্কদের সমন্বয়ে প্রচেষ্টা চালানো হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে বিগত ৮ বছর পর্যন্ত লেজারে কোন কাজ করা হয় নাই। আরো অনেক কাজ বাকী। সুতরাং তাহা অতিরিক্ত টাকার বিনিয়োগ কাজ সমাপ্ত করা হয়।

সমিতির দ্বিতীয় চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাদের আশ্বাসে ২৭শে অক্টোবর ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রবিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সাধারণ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ বার্ষিক সভায় প্রচেষ্টাকারীদের অনুরোধ ফাদার ইয়াং ও মিঃ চিত্ত হাওলাদার এই সাধারণ বার্ষিক সভায় উপস্থিত হয়। এই সাধারণ বার্ষিক সভার হিসাব ঠিক বলে মন্তব্য করেন তবে ফাদার ইয়াং সিএসসি এবং মিঃ চিত্ত হাওলাদার। তারে মানিয়া নেয় সমিতির দ্বিতীয় চেয়ারম্যান ও তার কর্মকর্তাবৃন্দ হিসাব সঠিক করে দিবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

অবশেষে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্য/সদস্যাগণ দ্বিতীয় রেখাবস্থানে সমিতির পরিচালনার জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এক কমিটির নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করেন এবং সমবায়ের জনক তিনিও সমর্থন দান করেন। প্রকাশ থাকে যে পুরাতন কর্মকর্তাগণ সঠিক হিসাব প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়। তবে মিঃ চিত্ত হাওলাদারে সহায়তায় পুরাতন কমিটির একটি হিসাব প্রাদন করা হয়। সেই হিসাব মতে পুরাতন কমিটির কাছে অনেক টাকা পাওনা দেখায়। এর মধ্যে কিছু টাকা আদায় করা হয় তবে সিংহভাগ টাকা অনাদায়ী থাকে এতে পুরাতন কমিটির কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব নয় বলে অনেক সমবায়ী কর্মকর্তা মন্তব্য করেন। তারপর ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের পরামর্শে দীর্ঘ ১০ বছরের রিবেট ও ডিভিডেন্টের টাকায় তাহা সমাধান করা হয়।